প্রেস এপিলেট বোর্ড

ও

বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল

৪০, তোপখানা রোড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।

রিভিউ পিটিশন-১/২০১৯
(আপিল নং- ২/২০১৮ থেকে উদ্ভূত)

১. ইফতেখারুল অনুপম — **রিভিউকারী**
জেলা প্রতিনিধি, দৈনিক জনকণ্ঠ
বিএসএস এবং চ্যানেল ২৪, টাঙ্গাইল।
গ্রাম: কলেজ পাড়া, থানা ও জেলা: টাঙ্গাইল।

বনাম

১. মোহাম্মদ আনোয়ার সাদাৎ — **প্রতিপক্ষ**
সম্পাদক ও প্রকাশক, দৈনিক প্রগতির আলো
সাধারণ গ্রন্থাগার মার্কেট(২য় তলা), নিরালার মোড়, টাঙ্গাইল।
২. জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, টাঙ্গাইল।

প্রেস অ্যাপিলেট বোর্ডের উপস্থিত চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ:

১. বিচারপতি মোহাম্মদ মমতাজ উদ্দিন আহমেদ — চেয়ারম্যান
২. জনাব মোজাফফর হোসেন পল্টু — সদস্য
৩. বেগম জাহানারা পারভীন — সদস্য

রিভিউকারী	:	স্বয়ং উপস্থিত
প্রতিপক্ষ	:	উপস্থিত
শুনানির তারিখ	:	২৫/০২/২০২০, ০৭/০৭/২০২০, ২২/০৯/২০২০ এবং ২৩/০৯/২০২০
রায়ের তারিখ	:	১৮/১০/২০২০

রায়

রিভিউকারীর আর্জি: The substance of Review petition is as follows:

1. That the applicant petitioner on 18.07.2017 addressed an application to the Deputy Commissioner, Tangail praying for cancellation of declaration of the Daily "Progatir Alo" and the press alleging that in the office of said Daily is used for anti-Government activities and has the connection with Jamayat-Shibir and upon investigation to take appropriate step.
2. That on receipt of the complaint the District Magistrate, Tangail sent letter bearing Memo No. 05.30.9300.010.16.002.15-1795 dated 18.07.2017 to the Superintendent of Police Tangail to submit the investigation report of the matter and accordingly he on 12.03.2018 submitted his report to the District Magistrate, Tangail.
3. That Assistant commissioner, Judicial Munshikhana Branch office of the Deputy Commissioner, Tangail Denta letter bearing memo No. 05.30.9300.010.24.009.16-903 dated 22.03.2018 asked the editor of the said paper to submit his reply regarding the complaint and accordingly the editor and publisher on 01.04.2018 submitted the reply.

4. That thereafter the District Magistrate, Tangail by letter bearing Memo No. 05.30.9300.010.24.009.16.1089 dated 12.04.2018 cancelled the Authentication of the Declaration of the Daily under Rule 20(1)(Uma)(1) of 1973 of Press an publication (declaration and registration) Act.
5. That against the said order dated 12.04.2018 the editor and publisher Appeal No. 02 of 2018 to Press Appeal Board stating the reason therein.
6. That the Press Appellate Board upon hearing both side by the judgment and order dated 10.01.2019 allowed the appeal.
7. That being aggrieved by and dissatisfied with the judgment and order dated 10.01.2019 passed by the Press Appellate Board, in Appeal No. 02 of 2018 the applicant petitioner begs to prefer this Review petition before the Press Appellate Boar on the following amongst order:

Grounds

I. For that from the facts and circumstances of the complaint, inquiry report it is evident that the impugned judgment and order dated 13.01.2019 passed by press Appellate Board is liable to be set aside and calls for reviewed.

II. For that the Press Appellate Board did not properly consider that from the report of the Superintendent of Police, Tangail it is evident that by the said Daily and Press authority has the involvement for committing any kind of unpleasant deed for deteriorating the law and order situation and as such the impugned Judgment and order is liable to be reviewed.

III. For that admittedly the Government of Bangladesh has the strong belief for the freedom of press but the said Daily and press taking the undue Advantage of freedom continuously tried to create unhygienic atmosphere at locality through their illegal unethical activities and as such the impugned judgment and order is liable to be set aside and some is to be reviewed.

IV. For that from the materials on record it is evident that the complainant was not made party in the appeal, no notice is even served upon him and moreover the complainant was not given opportunity to explain his grievances with authentic documents and as such the impugned judgment and order is not tenable in law.

V. For that the Press Appellate Board did not properly consider that the ingredients of Rule 20(1) (Uma) (1) of the Printing and publication (Declaration and registration) Act of 1973 are available against editor and publisher of the Daily Pragatir Alo and as such the impugned judgment and order is not maintainable in law and same deserves for review.

VI. For that the Press Appellate Board without any proper finding and explanation and moreover any cogent reason on assumption opined the report submitted by the superintendent of Police, Tangail is incomplete and thereafter the police super again submitted report which was not discussed and as such impugned judgment and order is liable to be reviewed.

VII. For that considering the facts and circumstances of the case, materials on record and law applicable thereto the impugned judgment and order is to be review for proper adjudication of justice.

Wherefore, it is most humbly prayed that your Lordship would graciously be pleased to allow the review petition setting aside the judgment and order dated 10.01.2019 pass by press Appellate Board in Appeal No. 02 of 2017 and or pass such other or further order or order as to your lordships may deem fit and proper.

Wherefore, it is most humbly prayed that your Lordships would graciously be pleased to allow the review petition setting aside the judgment and order dated 10.01.2019 pass by press Appellate Board in Appeal No. 02 of 2018 and or pass such other or further order or order as the your lordship may deem fit and proper

AND

Pending hearing of the review petition stay operation of the judgment and order dated 10.01.2019 passed by Press Appellate Board in Appeal No. 02 of 2018

প্রতিপক্ষের জবাবঃ

প্রতিপক্ষ নিবেদন করেন যে, আমি মুহাম্মদ আনোয়ার সাদাৎ, "দৈনিক প্রগতির আলো" পত্রিকার প্রকাশক ও সম্পাদক। তিনি ছাপাখানা ও প্রকাশনা (ঘোষণা ও নিবন্ধিকরণ) আইন, ১৯৭৩ এবং ১৯৭৪ সালের প্রেস কাউন্সিল অ্যাক্ট যথাযথভাবে মেনে পত্রিকার প্রকাশনা ও সম্পাদনা করে থাকেন। আজও উল্লেখিত আইনের আলোকেই জবাব প্রদান করছেন। রিভিউকারী জনাব ইফতেখারুল অনুপম উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে তাকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য কতিপয় লোকের (Unseen) যোগসাজশে বিভিন্ন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছেন। সরকারের বিধি-বিধান অনুসারে প্রেস অ্যাপিলেট বোর্ডের রায়ের বিরুদ্ধে রিভিউ করার অধিকারহীন একজন ব্যক্তি জনাব ইফতেখারুল অনুপমের রিভিউ পিটিশনটিও ষড়যন্ত্রেরই অংশ।

তিনি নিবেদন করেন যে, প্রেস অ্যাপিলেট বোর্ডের মহামান্য বিচারপতি মহোদয় এবং প্রেস অ্যাপিলেট বোর্ডের সম্মানিত অপর দুই সদস্য উভয়পক্ষের যুক্তিতর্ক এবং পক্ষগণের দাখিলকৃত কাগজপত্র, একাধিক তদন্ত প্রতিবেদন, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, টাঙ্গাইল এর আদেশ এবং ১৯৭৩ সালের ছাপাখানা ও প্রকাশনা (ঘোষণা ও নিবন্ধিকরণ) আইনের বিধি-বিধান পর্যালোচনা করে আপিলকারী ("দৈনিক প্রগতির আলো" পত্রিকার প্রকাশক ও সম্পাদক) কর্তৃক দাখিলকৃত এফিডেভিটগুলির বক্তব্য এবং অঙ্গীকার বিবেচনা করে শর্তসাপেক্ষে আপিলটি(আপিল নং-০২/২০১৮) মঞ্জুর করেছেন এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, টাঙ্গাইল কর্তৃক ১২/০৪/২০১৮ তারিখে জারীকৃত আদেশটি বাতিল করেছেন। একই আদেশ জারির নির্দেশনা দিয়েছেন। বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, টাঙ্গাইল মহোদয় প্রেস অ্যাপিলেট বোর্ডের নির্দেশনা মোতাবেক ০৬(ছয়টি) শর্ত দিয়ে "দৈনিক প্রগতির আলো" পত্রিকাটি পুনঃ প্রকাশের জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন। উল্লেখিত সকল কিছু সরকারের বিধি-বিধান অনুসরণ করেই "দৈনিক প্রগতির আলো" পত্রিকা পুনঃ প্রকাশের অনুমোদন প্রক্রিয়া বাস্তবায়িত হয়েছে বিধায় জনাব ইফতেখারুল অনুপমের রিভিউ পিটিশনটি অগ্রহগণযোগ্য।

তিনি উল্লেখ করেন যে, ১৯৭৩ সালের ছাপাখানা ও প্রকাশনা (ঘোষণা ও নিবন্ধিকরণ) আইন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এই আইনে মাত্র দুইটি পক্ষের মধ্যে সকল কার্যাদি সম্পাদিত হবে বলে নির্দেশনা রয়েছে। একটি পক্ষ হলেন ঘোষণাপত্র প্রমাণীকরণ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং অপরপক্ষ হলেন ঘোষণাপত্র প্রদানকারী প্রকাশক বা স্বত্বাধিকারী। এখানে তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ বা কার্যক্রম বিদ্যমান নেই। জনাব ইফতেখারুল অনুপম এই আইন বা বিধিমালার কেউ নন। তিনি প্রেস অ্যাপিলেট বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত রায়ের ব্যাপারে কোনো রকম হস্তক্ষেপের অধিকার রাখেন না বিধায় তার রিভিউ পিটিশনটির গ্রহণযোগ্যতা নেই।

ছাপাখানা ও প্রকাশনা (ঘোষণা ও নিবন্ধিকরণ) আইন, ১৯৭৩ এর ২০ ধারাটি হলো প্রমাণীকরণ বাতিল।

এই ধারার উপ-ধারা-১ এ বলা আছে, "যদি কোনো সময় ধারা ১২ এর অধীন প্রদত্ত ঘোষণাপত্র প্রমাণকারী জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, উক্ত প্রমাণীকরণের পরবর্তী সময়ে-

ক) সংবাদপত্রটির স্বত্ত্বাধিকারী, মুদ্রাকর বা প্রকাশক বাংলাদেশের নাগরিত্ব হারাইয়াছেন;
খ) মুদ্রাকর বা প্রকাশক নৈতিক স্খলন জনিত কোনো অপরাধে দণ্ডিত হইয়াছেন;
গ) মুদ্রাকর বা প্রকাশক কোনো আদালত কর্তৃক উন্মাদ বা অপ্রকৃতিস্থ হিসাবে ঘোষিত হইয়াছেন; বা
ঘ) স্বত্ত্বাধিকারী বা প্রকাশক সংবাদপত্রটির নিয়মিত প্রকাশনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান হারাইয়াছেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, তিনি উক্ত আদেশের কারণ লিখিতভাবে উল্লেখপূর্বক, ঘোষণাপত্রের প্রমাণীকরণ বাতিল করিতে পারিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, ঘোষণা প্রদানকারী ব্যক্তিকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ ব্যতিরেকে, এইরূপ কোনো আদেশ প্রদান করা যাইবে না।

২) উপ–ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ কোনো ব্যক্তি উক্ত আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ষাট দিনের মধ্যে প্রেস অ্যাপিলেট বোর্ডের নিকট আপিল করিতে পারিবেন এবং উক্ত বিষয়ে উহার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

১৯৭৩ সালের ছাপাখানা ও প্রকাশনা (ঘোষণা ও নিবন্ধীকরণ) আইনে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, ঘোষণা প্রদানকারী এবং ঘোষণাপত্র প্রমাণকারী জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এই দুই পক্ষের যে কেউ সংক্ষুব্ধ হলে আপিল করতে পারবেন।

ছাপাখানা ও প্রকাশনা (ঘোষণা ও নিবন্ধিকরণ) আইন, ১৯৭৩ এর ২০ ধারাটির উপ-ধারা (২) অনুসরণ করেই সংক্ষুব্ধ আমি "দৈনিক প্রগতির আলো" পত্রিকার প্রকাশক ও সম্পাদক হিসাবে প্রেস অ্যাপিলেট বোর্ডে আপিল নং ০২/২০১৮ দায়ের করেছিলাম। সার্বিক বিষয় বিবেচনা করে মহামান্য বিজ্ঞ বিচারকগণ সংবাদপত্রের অবাধ স্বাধীনতায় বিশ্বাসী সরকারের বিধি-বিধান অনুসরণ করেই রায় দিয়েছেন বলেই রিভিউ পিটিশনটি তার গ্রহণযোগ্যতা হারাইয়াছে।

তিনি আরও দাবি করেন যে, ছাপাখানা ও প্রকাশনা (ঘোষণা ও নিবন্ধিকরণ) আইন, ১৯৭৩ এর বিধান মোতাবেক প্রেস অ্যাপিলেট বোর্ডের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে বলে উল্লেখ রয়েছে। এই আইনে রিভিউ করার কোনো বিধান নেই। তাই জনাব ইফতেখারুল অনুপমের রিভিউ পিটিশনের কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই।

"দৈনিক প্রগতির আলো" পত্রিকার ডিক্লারেশন বাতিলের আদেশ দিতে গিয়ে ১৯৭৩ সালের ছাপাখানা ও প্রকাশনা (ঘোষণা ও নিবন্ধিকরণ) আইনের ২০ ধারার ১ এর (ঙ) (i) ধারা প্রয়োগ করেছেন তৎকালীন মাননীয় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, টাঙ্গাইল।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সংবাদপত্রের অবাধ স্বাধীনতায় বিশ্বাস রেখে উক্ত আইনের ২০ ধারার উপ-ধারা ১ এর (ঙ) ধারাটি ছিলো নিম্নরুপ:

(ঙ) সংবাদপত্রটিতে এমন কোনো বিষয় প্রকাশিত হয়েছে; (১) যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তিকে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বজায় রাখায় বাঁধা সৃষ্টি করতে উৎসাহিত বা প্ররোচিত করার উদ্দেশ্যে বা কোনো অপরাধ সংঘটনে উৎসাহিত বা প্ররোচিত করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে।

আমি মুহাম্মদ আনোয়ার সাদাৎ টাঙ্গাইলের কলেজ পাড়া রোডের প্রগতি প্রিন্টার্স- এ মুদ্রণ করে শহরের নিরালা মোড় থেকে "দৈনিক প্রগতির আলো" পত্রিকা প্রকাশ করে থাকি। "দৈনিক প্রগতির আলো"র ডিক্লারেশন বাতিলের আবেদন, একাধিক তদন্ত প্রতিবেদন এবং ডিক্লারেশন বাতিলের আদেশের কোথাও "দৈনিক প্রগতির আলো" পত্রিকায় উল্লেখিত বিধান লঙ্ঘন হয়েছে এমন কোনো সংবাদ প্রকাশের বিষয় কেউ উপস্থাপন করতে পারেনি বিধায় ওই ধারা প্রয়োগ করে "দৈনিক প্রগতির আলো" পত্রিকাটি বাতিল সম্পূর্ণরূপে Injustice। তাই অ্যাপিলেট বোর্ডের মহামান্য বিচারকগণ সার্বিক দিক বিবেচনায় রেখে ন্যায়বিচারের স্বার্থে এবং সংবাদপত্রের অবাধ স্বাধীনতা রক্ষায় ১০/০১/২০১৯ তারিখে সুচিন্তিত রায় দিয়েছেন বলেই জনাব ইফতেখারুল অনুপম এর রিভিউ পিটিশনটি গ্রহণযোগ্য নয়।

অভিযোগ করা হয়েছে "দৈনিক প্রগতির আলো" পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক দরখাস্তকারী মুহাম্মদ আনোয়ার সাদাৎ ইমরান ও তার ভাই নাজমুছ সাদাৎ নোমান জামাত শিবিরের সাথে জড়িত।

এই অভিযোগটি সম্পূর্ণ কল্পনা প্রসূত মন্তব্য, যার প্রমাণ পুলিশি তদন্ত প্রতিবেদনেই স্পষ্ট হয়েছে। পুলিশ সুপার কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত তদন্ত কর্মকর্তা তার প্রতিবেদনে অভিযোগের বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন। বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে, "দৈনিক প্রগতির আলো" পত্রিকার প্রধান সম্পাদক মুহাম্মদ নাজমুছ সাদাৎ নোমান, "দৈনিক প্রগতির আলো" পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক আনোয়ার সাদাৎ ইমরান এদের সাথে জামায়াত ইসলামী বাংলাদেশ নামক সংগঠন বা ওই সংগঠনের ব্যক্তিদের সাথে কোনো সংশ্লিষ্টতা বা সম্পৃক্ততা খুঁজে পাওয়া যায়নি।

প্রথম তদন্তকারী কর্মকর্তা তার প্রতিবেদনের শেষে উল্লেখ করেছেন, টাঙ্গাইল থেকে প্রকাশিত "দৈনিক প্রগতির আলো" পত্রিকা ও প্রেসের ডিক্লারেশন বাতিল সংক্রান্ত অভিযোগের কোনো সত্যতা পাওয়া যায়নি।

এদিকে পুলিশ সুপারের বিশেষ শাখা, টাঙ্গাইল, উক্ত তদন্ত প্রতিবেদনটি প্রায় আট মাস ফাইলচাপা রেখে রহস্যজনক কারণে প্রশ্নবিদ্ধ যে প্রতিবেদন দিয়েছেন তাতে তিনি উল্লেখ করেছেন,' জামায়াত শিবিরের সাথে জড়িত বলে জানা যায়' আরো জায়গায় ব্যবহার করেছেন, 'জামাত শিবিরের মনোভাবাপন্ন' এই বাক্য বা শব্দগুলো তদন্ত প্রতিবেদনটিকে কাল্পনিক ও প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলেছে। "জানা যায়" 'মনোভাবাপন্ন' শব্দগুলো তদন্ত প্রতিবেদনটিকে শুধু দুর্বলই করেনি বরং অগ্রহণযোগ্য করে তুলেছে। এই বিষয়গুলো বিবেচনা করেই শর্তসাপেক্ষে মাননীয় আদালত ১০/০১/২০১৯ খি. তারিখে রায় প্রদান করেছেন। তাই জনাব ইফতেখারুল অনুপম এর রিভিউ পিটিশনটি গ্রহণযোগ্যতা পায়না।

তারপরও মধুপুর পৌর আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও মধুপুর পৌরসভার মেয়র মাসুদ পারভেজ এবং ঘাটাইল উপজেলা আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক,জিবিজি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের সাবেক ভিপি, জিএস ও ঘাটাইল পৌরসভার মেয়র শহীদুজ্জামান খান প্রদত্ত প্রত্যয়ন পত্রের সত্যায়িত কপি আদালতের বিশ্বাসযোগ্যতা সৃষ্টির জন্য জবাবের সাথে সম্পৃক্ত করলাম। যেগুলোতে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, আমি মুহাম্মদ আনোয়ার সাদাৎ ইমরান কখনোই জামায়াত শিবিরের সাথে সম্পৃক্ত ছিলাম না। এখনো জড়িত নই। আমার ভাই নাজমুস সাদাৎ নোমান জামায়াত শিবিরের রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন না। এখনো নেই।

উল্লেখিত বিষয়গুলো স্পষ্ট করেছে যে, মুহাম্মদ আনোয়ার সাদাৎ ইমরান ও তার ভাই নাজমুজ সাদাৎ নোমান কখনোই জামায়ত শিবিরের সাথে জড়িত ছিল না। এখনো জড়িত নয়। ভবিষ্যতে জড়িত হওয়ার সম্ভাবনাও নেই। শুধুমাত্র দৈনিক প্রগতির আলো পত্রিকা এবং তাহাকে হেয়প্রতিপন্ন করার জন্য কতিপয় লোকের যোগসাজশে জনাব ইফতেখারুল অনুপম এই মিথ্যা অভিযোগ তুলে পত্রিকা বন্ধের ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছেন। তাই ষড়যন্ত্রমূলক রিভিউ পিটিশনটির গ্রহণযোগ্যতা নেই।

প্রতিপক্ষ সত্য ও স্বচ্ছতার সাথে সাংবাদিকতা করে। এর স্বীকৃতি স্বরূপ ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম অ্যাওয়ার্ডসহ বিভিন্ন পুরস্কার লাভ করেছি। দৈনিক প্রগতির আলো পত্রিকাটি অন্যায়ের সাথে কখনো আপস করেনি। অপকর্মকে কখনো সমর্থন করেনি। কোনো রাজনৈতিক দল দ্বারা কখনো প্রভাবিত হয়নি। কোনো ব্যক্তিকে উঠানো-নামানোর দায়িত্ব পালন করেননি। আইন শৃঙ্খলা বা সামাজিক পরিবেশ পরিস্থিতিরে অবনতি হতে পারে এমন করেনি। আইন শৃঙ্খলা বা সামাজিক পরিবেশ পরিস্থিতির অবনতি হতে পারে এমন কোন সংবাদও প্রকাশ করেনি। দেশ বা রাষ্ট্র বিরোধী কোনো কর্মকাণ্ডেও কখনো সম্পৃক্ত হয়নি বা হওয়ার সম্ভাবনাও নেই। মহান মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশকে সমুন্নত রেখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ১৯৭৩ সালের ছাপাখানা ও প্রকাশনা (ঘোষণা ও নিবন্ধিকরণ) আইন এবং প্রেস কাউন্সিল অ্যাক্ট ১৯৭৪ এর সকল বিধান মেনে চলার পাশাপাশি সরকারের সকল আদেশ নিষেধ, বিধি-বিধান মেনে দৈনিক প্রগতির আলো পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়ে আসছিলো। ভবিষ্যতেও উল্লেখিত বিধি-বিধান ও আদেশ-নিষেধ মেনেই প্রগতির আলো প্রকাশিত হবে। এর কোনো ব্যত্যয় কখনো ঘটেনি এবং ঘটবেও না।

মাননীয় আদালত, উল্লেখিত বিষয়াবলির উপর ভিত্তি করে জনাব ইফতেখারুল অনুপম এর রিভিউ পিটিশনটি খারিজ করে প্রেস অ্যাপিলেট বোর্ড কর্তৃক ১০/০১/২০১৯ তারিখে প্রদত্ত ০২-২০১৮ নং আপিলের রায় বহাল রেখে দৈনিক প্রগতির আলো পত্রিকার প্রকাশনা অব্যাহত রাখার প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানে বাধিত করবেন।

মামলার সারসংক্ষেপঃ

মামলার সারসংক্ষেপ হলো যে, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট টাঙ্গাইল ১২/৪/২০১৮ তারিখের পত্রের মাধ্যমে দৈনিক প্রগতির আলো পত্রিকার ডিক্লারেশন বাতিল করেন। এই আদেশে সংক্ষুব্ধ হয়ে মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেন সাদাৎ পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক আপিল দায়ের করেন।

আপিলকারী বর্তমানে প্রতিপক্ষ আপিল দরখাস্তে বর্ণনা করেন যে, প্রথমে তাঁর ভাই নাজমুছ সাদাৎ ১৯৭৩ সালের ছাপাখানা ও প্রকাশনা (ঘোষণা ও নিবন্ধিকরণ) আইনের ৭ ধারা মোতাবেক ০৯/০৭/২০০১ তারিখের দৈনিক প্রগতির আলো পত্রিকার ডিক্লারেশন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, টাঙ্গাইল এর নিকট থেকে প্রাপ্ত হন।

পরবর্তীতে পত্রিকাটি মধুপুর থেকে মুদ্রণ কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়ে টাঙ্গাইল পৌর শহরের কলেজ পাড়া রোডের প্রগতি প্রিন্টার্স থেকে "দৈনিক প্রগতির আলো" মুদ্রণের গত ২৯/০৬/২০১০ ছাপাখানা ও প্রকাশনা(ঘোষণা ও নিবন্ধিকরণ) আইনের ১০ ধারার আলোকে ৭ ধারা মোতাবেক প্রাপ্ত হয়ে প্রকাশ করতে থাকে।

জনাব মুহাম্মদ নাজমুদ সাদাৎ পত্রিকার প্রকাশক পদত্যাগ করায় বর্তমান প্রকাশক ১৯/০৭/২০১৪ তারিখের পত্রের মাধ্যমে সম্পাদক এর দায়িত্ব পালনের অনুমতিপ্রাপ্ত হন। পরবর্তীতে ২৯/০৬/২০১৬ তারিখে ডিক্লারেশন লাভ করেন। মিথ্যা অভিযোগের ভিত্তিতে ১২/০৪/২০১৮ তারিখে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট "দৈনিক প্রগতির আলো" পত্রিকার ডিক্লারেশন বাতিল করেন। তিনি উল্লেখ করেন পত্রিকা ডিক্লারেশন বাতিলের জন্য গত ১৮/০৭/২০১৭ তারিখে জেলা প্রশাসক বরাবরে দুইজন ব্যক্তি যথাক্রমে ইফতেখারুল অনুপম, জেলা প্রতিনিধি বাসস এবং দৈনিক জনকণ্ঠ ও চ্যানেল টুয়েন্টিফোর এবং টাঙ্গাইল প্রেস ক্লাবের দপ্তর ও লাইব্রেরি সম্পাদক আরিফ উর রহমান টগর আবেদন করেন। আবেদনের প্রেক্ষিতে মধুপুর থানার উপ-পুলিশ পরিদর্শক হুমায়ুন কবির গত ১৭/০৮/২০১৭ তারিখে প্রতিবেদন দাখিল করেন।

পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক নাজমুছ সাদাৎকে ১৭/০৯/২০১৪ তারিখে সরকারের সমালোচনামূলক কিছু লিফলেট তার প্রেসে পাওয়া গেলে তাকে পুলিশ ফৌ: কা: বি: ৫৪ ধারায় গ্রেফতার করে আদালতে সোপর্দ করে তবে পরবর্তীতে তদন্তে দেখা গেছে উল্লেখিত লিফলেটগুলি তার প্রেসে ছাপায়নি। এই প্রতিবেদনের মর্ম মতে আদালত তাঁকে উক্ত অভিযোগ থেকে অব্যাহতি প্রদান করেন।

পুলিশের প্রথম তদন্ত প্রতিবেদন পাশ কাটিয়ে এবং সম্পূর্ণ সত্য গোপন করে তদানীন্তন পুলিশ সুপার তার শেষ কর্মদিবসে ১২/০৩/২০১৮ তারিখে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বরাবরে একটি প্রতিবেদন দাখিল করেন। তারপর ২২/০৩/২০১৭ তারিখে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কারণ দর্শানোর জন্য নোটিশ প্রদান করেন এবং সম্পাদক ০১/০৮/২০১৮ তারিখে জবাব দাখিল করেন। কিন্তু জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সম্পূর্ণ বেআইনীভাবে ছাপাখানা ও প্রকাশনা(ঘোষণা ও নিবন্ধিকরণ) আইন এর ২০(১) (ঙ) (i) ধারায় দৈনিক প্রগতির আলো পত্রিকার Authentication of the Declaration বাতিল করেন। সম্পাদক ও প্রকাশক উপরোল্লিখিত বাতিল আদেশের বিরুদ্ধে বিভিন্ন হেতুবাদ আপিল রুজু করেন।

আপিল বোর্ড পূর্ণাঙ্গ শুনানি করে ১০/০১/২০১৯ তারিখে আপিল মঞ্জুর করেন এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ১২/০৪/২০১৮ তারিখে জারীকৃত আদেশ বাতিল করেন এবং দৈনিক প্রগতির আলো পুনঃ প্রকাশের জন্য পত্র জারি করার জন্য জেলা ম্যাজিস্টেটকে নির্দেশ প্রদান করেন এবং আপিল বোর্ডের আদেশ পালন করে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পুনঃ প্রকাশের জন্য আদেশ দেন।

উপরোক্ত আদেশে সংক্ষুব্ধ হয়ে ইফতেখারুল অনুপম বর্তমান রিভিউ পিটিশনটি দাখিল করেন।

আপিল বোর্ড রিভিউ পিটিশনে উল্লেখিত হেতুগুলি বিবেচনা করে রিভিউ পিটিশনটি গ্রহণ (Admit) করেন। আদেশটি নিম্নরুপ:

আদেশ

তারিখ: ২৪/০৩/২০১৯

"রিভিউ আবেদনটি পরীক্ষা করা হলো। ১৯৭৩ সালের ছাপাখানা ও প্রকাশনা(ঘোষণা ও নিবন্ধিকরণ) আইনে রিভিউ দাখিল করার কোনো সুযোগ নেই। প্রাসঙ্গিক বিধায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ডিক্লারেশন বাতিলের আদেশ এবং আপিল আবেদনপত্র পরীক্ষা করে দেখা যাচ্ছে যে, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ডিক্লারেশন বাতিলের আদেশ এবং আপিল আবেদনপত্র পরীক্ষা করে দেখা যাচ্ছে যে, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট রিভিউ আবেদনকারীসহ আরও ০২(দুই) জনের আবেদনের প্রেক্ষিতে তদন্ত পূর্বক "দৈনিক প্রগতির আলো" পত্রিকার ডিক্লারেশন বাতিল করেছেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ, আপিলকারীর দরখাস্ত পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, আপিলকারী আপিল আবেদনে তাদেরকে (যাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট "দৈনিক প্রগতির আলো" পত্রিকার ডিক্লারেশন বাতিল করেছেন) পক্ষ করেনি। এ কারণে রিভিউকারী বা অন্যান্যরা আপিলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেননি। এমতাবস্থায় ন্যায় বিচারের স্বার্থে (To secure ends of justice) রিভিউ দরখাস্তটি শুনানি করার প্রয়োজন। সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করা হলো। ন্যায় বিচারের স্বার্থে রিভিউ পিটিশনটি গ্রহণ করা সমীচীন। তাই রিভিউ পিটিশনটি রেজিস্ট্রি করে পক্ষগণকে নোটিশ প্রদান করা হোক। রিভিউ আবেদনটি নিষ্পত্তি না হওয়া রায়ের কার্যক্রম স্থগিত রাখা আবশ্যক।

এমতাবস্থা, রিভিউ পিটিশনটি শুনানি না হওয়া পর্যন্ত ১০.০১.২০১৯ তারিখের রায়ের কার্যক্রম স্থগিত করা হলো। আগামী ২৫/০৪/২০১৯ তারিখ জবাব দাখিল করার জন্য পক্ষগণকে নোটিশ প্রদান করা হোক। এই আদেশের অনুলিপি আপিল বোর্ডের সদস্যদের নিকট প্রেরণ করা হোক।''

যুক্তিতর্ক:

অদ্য রিভিউ পিটিশনটির শুনানির দিন ধার্য আছে। পিটিশনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী রিভিউ পিটিশনটি পূর্বাপর তথ্য তুলে ধরে ও রিভিউ পিটিশনটির হেতুগুলি ব্যাখ্যা করেন। তিনি নিবেদন করেন যে, রিভিউ পিটিশনকারী এবং টাঙ্গাইল প্রেস ক্লাবের দপ্তর ও লাইব্রেরি সম্পাদক আরিফুজ্জামান টগর এর দরখাস্তের উপর ভিত্তি করে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, টাঙ্গাইল তদন্ত পরিচালনা করেন এবং প্রতিপক্ষকে শোকজ করেন। এ বিষয়ে পুলিশ সুপার বিশেষ শাখা, টাঙ্গাইলকে তদন্ত করার নির্দেশ দেন। তদন্তপূর্বক পুলিশ সুপার বিশেষ শাখা, টাঙ্গাইল প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং প্রতিপক্ষ শোকজের জবাব দাখিল করেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, টাঙ্গাইল প্রতিপক্ষের শোকজ এর জবাব এবং পুলিশ সুপার বিশেষ শাখা, টাঙ্গাইল এর তদন্ত প্রতিবেদন বিবেচনা করে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট "দৈনিক প্রগতির আলো" পত্রিকার ঘোষণা ১২/০৪/২০১৮ তারিখে বাতিল করেন।

প্রতিপক্ষ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশে সংক্ষুব্ধ হয়ে আপিল বোর্ড এর নিকট আপিল দায়ের করেন। কিন্তু দরখাস্তকারী ইফতেখারুল অনুপম, জেলা প্রতিনিধি, দৈনিক জনকণ্ঠ, বিএসএস এবং চ্যানেল ২৪, টাঙ্গাইল এবং টাঙ্গাইল প্রেস ক্লাবের দপ্তর ও লাইব্রেরি সম্পাদক আরিফ-উর রহমান টগরকে ইচ্ছা করে প্রতিপক্ষ করেন নাই, তাঁদের অনুপস্থিতিতে রায় হাসিল করার মানসে। কেবল এই একটি কারণেই ন্যায়বিচারের স্বার্থে আপিলের রায় বাতিল হওয়া একান্ত প্রয়োজন অন্যথায় দরখাস্তকারী ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হবে।

তিনি আরও নিবেদন করেন যে, প্রয়োজনীয় পক্ষের অনুপস্থিতিতে বিচার কার্য পরিচালনা করার কোনো বিধান নেই। তাই, অ্যাপিলেট বোর্ডের রায় বাতিল করে পক্ষগণের উপস্থিতিতে শুনানি করে রায় দেওয়া সমীচীন এবং আইন সিদ্ধ।

বিজ্ঞ আইনজীবী আরও নিবেদন করেন যে, দৈনিক প্রগতির আলোর প্রকাশক ও সম্পাদক এর পারিবারিকভাবে জামায়াতে ইসলামী রাজনৈতিক দলের সমর্থক। তাঁদের জামায়াত এর সাথে সম্পৃক্ততা সম্পর্কে দুইজন পুলিশ সুপার তাদের তদন্ত প্রতিবেদনে পারিবারিকভাবে জামায়াত এর সমর্থক বলে উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয় তদন্ত করা হয়েছে প্রেস অ্যাপিলেট বোর্ডের নির্দেশে।

তিনি অ্যাডভোকেট জোয়াহেরুল ইসলাম, এমপি, সাধারণ সম্পাদক, টাঙ্গাইল জেলা আওয়ামী লীগ এর প্রত্যয়ন পত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিবেদন করেন যে তিনি তাঁর প্রত্যয়নপত্রে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী কর্মকাণ্ডে পারিবারিকভাবে লিপ্ত থাকার কথা উল্লেখ করেছেন। মাননীয় এমপি মহোদয় তাঁদেরকে সমাজের সকল স্তরে বয়কট করা প্রয়োজন বলেও উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁর দায়িত্বের অবস্থান থেকে তাদেরকে সামাজিকভাবে বয়কট করার কথা বলেছেন এবং এই প্রত্যয়নপত্রটি রাষ্ট্রের কর্তৃত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিগণ গুরুত্ব দেবেন বলে নিবেদন করেন।

তিনি "সাপ্তাহিক জাহাজমারা" পত্রিকার ২০ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত প্রতিবেদন "দৈনিক প্রগতির আলোর প্রেসে জিহাদী বই ছাপানোর মামলা পুনরুজ্জীবিত করার দাবি" এর প্রতি দৃষ্টিআকর্ষণ করেন।

তিনি "কালের স্রোত" পত্রিকার ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ "জামায়াতের মুখপত্র" বিলুপ্ত দৈনিক প্রগতির আলোর প্রেসে সরকার বিরোধী জামায়াতের জিহাদী বই ছাপানো মামলা পুনরুজ্জীবিত করার দাবী" শিরোনামে প্রকাশিত প্রতিবেদন এর প্রতি দৃষ্টিআকর্ষণ করেন।

তারপর তিনি অ্যাপিলেট বোর্ডের রায়ের প্রতি দৃষ্টিআকর্ষণ করে নিবেদন করেন যে, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এর আদেশের প্রতি মাননীয় বোর্ড দ্বিমত পোষণ করেন নাই, কিন্তু আপিলকারীর এফিডেভিট এ উল্লেখিত বক্তব্যের মূল্যায়ন করে রায় দিয়েছেন। এই একটি কারণেই আপিল এর রায় রিভিউ করা ন্যায়সংগত। তিনি আরও নিবেদন করে বলেন যে, মাননীয় বোর্ড আইনগত কর্তৃপক্ষের রিপোর্ট এর ভিত্তিতে রায় প্রদান না করায় ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা হয় নাই এবং ন্যায় বিচারের প্রতিষ্ঠার স্বার্থে রায়টি রিভিউ করা একান্ত প্রয়োজন। তিনি আপিল মেমোর গ্রাউন্ড নং IV-V পেশ করেন। IV-V নং গ্রাউন্ড নিম্নরুপ:

IV. For that from the materials on record it is evident that the complainant was not made party in the appeal, no notice is even served upon him and moreover the complainant was not given opportunity to explain his grievances with authentic documents and as such the impugned judgment and order is not tenable in law.

V. For that the Press Appellate Board did not properly consider that the ingredients of Rule 20(1) (Uma) (1) of the Printing and publication (Declaration and registration) Act of 1973 are available against editor and publisher of the Daily Pragatir Alo and as such the impugned judgment and order is not maintainable in law and same deserves for review.

প্রতিপক্ষ "দৈনিক প্রগতির আলো"র সম্পাদক ও প্রকাশক নিজেই তাঁর মামলা পরিচালনা করেন। তিনি রিভিউ পিটিশনকারীর আইনজীবীর বক্তব্যের প্রতি দ্বিমত পোষণ করে বলেন যে বর্তমান রিভিউকারীর বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত আইনানুগ রায়ের বিরুদ্ধে রিভিউ দরখাস্ত করার কোনো এখতিয়ার নেই। তিনি প্রচারিত রায়ের কোনো পক্ষ নন।

তিনি নিবেদন করেন যে, "দৈনিক প্রগতির আলো" পত্রিকার সাবেক সম্পাদক মো: নাজমুস সাদাত নোমানকে ১৭/০৯/২০১৪ তারিখে ইসলামী জিহাদি বই ছাপানোর অভিযোগে ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৪ ধারায় পুলিশ গ্রেফতার করে এবং আদালতে সোপর্দ করে। এই প্রেক্ষিতে মধুপুর থানায় কর্মরত উপ পুলিশ পরিদর্শক তদন্ত করে রিপোর্ট প্রদান করে এবং তিনি "দৈনিক প্রগতির আলো" পত্রিকার সাবেক সম্পাদক মো: নাজমুস সাদাত নোমান এর বিরুদ্ধে অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে তদন্ত প্রতিবেদন ২২/১০/২০১৪ তারিখে দাখিল করেন। তদন্ত প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে সাবেক সম্পাদক মো: নাজমুস সাদাত নোমানকে বিজ্ঞ ম্যজিস্ট্রেট ২৬/১০/২০১৪ তারিখে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি প্রদান করেন। তিনি আরো নিবেদন করেন যে, পুলিশ সুপার, বিশেষ শাখা, টাঙ্গাইল তাঁর শেষ কর্ম দিবসে অর্থাৎ ১২/০৩/২০১৮ তারিখে তড়িঘড়ি করে একটি ভিত্তিহীন ও বাস্তবতা বিবর্জিত একটি তদন্ত প্রতিবেদন জেলা ম্যজিস্ট্রেট এর নিকট দাখিল করেন এবং বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট টাঙ্গাইল সার্বিক বিচার বিশ্লেষণ না করে অন্যায়ভাবে ডিক্লারেশন ১২/০৪/২০১৮ তারিখের আদেশমূলে বাতিল করেন।

তিনি আরো বলেন যে, মাননীয় অ্যাপিলেট বোর্ড সমস্ত কাগজপত্র এবং প্রাসঙ্গিক বিষয় বিবেচনা করে এবং এই প্রতিপক্ষের দাখিলকৃত এফিডেভিটগুলি বিবেচনা করে জেলা ম্যজিস্ট্রেট টাঙ্গাইল এর আদেশ বাতিল করেন এবং পত্রিকা পুন: প্রকাশ করতে পত্র জারি করার জন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে নির্দেশ প্রদান করেন। বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট "দৈনিক প্রগতির আলো" পুন: প্রকাশনার জন্য পত্র প্রেরণ করেন। পত্র প্রাপ্তিতে প্রতিপক্ষ পত্রিকা প্রকাশ করে। পরবর্তীতে রিভিউপিটিশনকারীর দরখাস্তের প্রেক্ষিতে অ্যাপিলেটবোর্ড ২৭/০৩/২০১৯ তারিখে রিভিউ পিটিশন গ্রহণ করেন এবং ১০/০১/২০১৯ তারিখের রায় স্থগিত করেন। তিনি নিবেদন করেন যে, অ্যাপিলেট বোর্ড এই প্রতিপক্ষের দাখিলকৃত এফিডেভিটের বক্তব্য বিবেচনা করে এবং সমস্ত কাগজপত্র বিশ্লেষণ করে আপিল মঞ্জুর করেন এবং আপিলের রায় বিধিবিধানসম্মত হওয়ায় রিভিউ পিটিশনটি নামঞ্জুর করার জন্য আবেদন করেন। তিনি আরও দাবি করেন যে রিভিউ রিটপিটিশন এর আইনগত ভিত্তি নাই বিধায় রিভিউ পিটিশনটি খারিজ করার জন্য আবেদন করেন।

প্রতিপক্ষ মাননীয় সংসদ সদস্যের প্রত্যয়ণপত্রের প্রতি দৃষ্টিআকর্ষণ করে বলেন যে, বর্তমান প্রতিপক্ষ পারিবারিকভাবে জামায়াত ইসলামীর আদর্শে বিশ্বাসী হওয়ার কথা সত্য নয়। তবে, ভবিষ্যতে মাননীয় সংসদ সদস্য মহোদয় এর পরামর্শক্রমে পত্রিকাটি পরিচালনা করবেন বলে নিবেদন করেন। প্রতিপক্ষ তাঁর গত ২২/০৯/২০২০ তারিখে দাখিলকৃত একটি হলফনামার প্রতি দৃষ্টিআকর্ষণ করেন এবং তিনি বলেন যে, আইন

শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতি হতে পারে এমন কোনো সংবাদ প্রতিবেদন প্রগতিরআলো পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি এবং ভবিষ্যতেও প্রকাশ করা হবেনা বলে এফিডেভিটে উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁর এফিডেভিটের ৬ষ্ঠ দফার প্রতি দৃষ্টিআকর্ষণ করে বলেন যে, প্রেস কাউন্সিল অ্যাক্ট এর ১১(বি) ধারা অনুযায়ী প্রণীত সংবাদপত্র, সংবাদসংস্থা, সাংবাদিকদের জন্য অনুকরণীয় বিধি (১) এবং (২) নং আগে অনুসরণ করে পত্রিকা প্রকাশ করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আচরণবিধি অনুসরণ করে পত্রিকা প্রকাশ করা হবে। তিনি আরো বলেন যে তিনি নিজে এবং পারিবারিকভাবে তাঁরা স্বাধীনতা বিরোধী কোনো চক্রের সাথে বা জামাত শিবিরের সাথে জড়িত ছিলেন না, এখনো জড়িত নন এবং ভবিষ্যতে জড়িত থাকবেনা বলে অঙ্গীকার করেছেন।

পরিশেষে, তিনি তার বক্তব্য এবং এফিডেভিটে উল্লেখিত বক্তব্য বিবেচনা করে রিভিউপিটিশনটি খারিজ করে অ্যাপিলেট বোর্ডের রায় বহাল রাখার জন্য আবেদন করেন।

২নং প্রতিপক্ষ জেলা ম্যজিস্ট্রেট নিজে তাঁর মামলা পরিচালনা করেন এবং যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করে নিবেদন করেন যে, পুলিশ সুপার, বিশেষ শাখা, টাঙ্গাইল এর ১২/০৩/২০১৮ তারিখের প্রতিবেদনসহ অন্যান্য কাগজপত্র বিবেচনা করে পত্রিকার ডিক্লারেশন ১২/০৪/২০১৮ তারিখে আইনসঙ্গতভাবে বাতিল করা হয়। তিনি আরো নিবেদন করেন যে, মধুপুর থানার পুলিশ পরিদর্শক ১২/১০/২০১৮ তারিখে যে প্রতিবেদন দাখিল করেছে সেটি করা হয়েছিল "প্রগতির আলো পত্রিকার সাবেক সম্পাদক মো: নাজমুস সাদাত নোমান ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৪ ধারায় গ্রেফতার উপলক্ষ্যে। কিন্তু প্রতিবেদনটি পত্রিকার ডিক্লারেশন সংক্রান্ত নয়। সুতরাং ঐ রিপোর্টটি বিবেচনার কোনো সুযোগ নেই। তিনি আরো নিবেদন করেন যে, প্রেস কাউন্সিল স্বউদ্যোগে জেলা পুলিশ সুপার, বিশেষ শাখা, টাঙ্গাইল এর মাধ্যমে একটি তদন্ত পরিচালনা করেন। ২৪/০৯/২০১৮ তারিখে পুলিশ সুপার, জেলা বিশেষ শাখা, টাঙ্গাইল প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং তিনিও "দৈনিক প্রগতির আলো" পত্রিকার ডিক্লারেশন বাতিলের জন্য সুপারিশ করেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আরো নিবেদন করেন যে দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে এই পত্রিকার ডিক্লারেশন বাতিল করা হয়েছে এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এর সিদ্ধান্ত সঠিক। তিনি নিবেদন করেন যে, বর্তমানে মাননীয় সংসদ সদস্য মহোদয় যে প্রত্যয়নপত্রটি দিয়েছেন সেটি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সমর্থন করেন। তিনি নিবেদন করেন যে, মাননীয় আদালত যদি মনে করেন তাহলে আরো একটি তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য পুলিশের বিশেষ শাখাকে নির্দেশ দিতে পারেন। পরিশেষে, রিভিউপিটিশনটি মঞ্জুর করে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের ডিক্লারেশন বাতিলের আদেশ তারিখ ১২/০৪/২০১৮ বহাল রাখার জন্য আবেদন করেন।

আলোচনা ও সিদ্ধান্তঃ

রিভিউ পিটিশনটি ইংরেজি ভাষায় দাখিল করেছেন। আপিল মামলায় রায় প্রদান করা হয় বাংলা ভাষায়। প্রশাসনিক আদালতে বাংলা ভাষায় রায় লেখার বাধ্যবাধকতা আছে। তাই মূল রায়টি বাংলা ভাষায় প্রদান করা হয়। যেহেতু রিভিউপিটিশনটি ইংরেজি ভাষায় দাখিল করা হয়েছে, তাই বোর্ড উভয় ভাষা অবলম্বনে রিভিউপিটিশনটি নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

এখন রিভিউ সম্পর্কে আইন খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। প্রাসঙ্গিক বিধায় দেওয়ানি কার্যবিধি আইন দেখা সমীচীন।

দেওয়ানি কার্যবিধি আইনের ১৫১ ধারা এবং অর্ডার ৪৭ প্রাসঙ্গিক বিধায় উক্ত ধারা এবং অর্ডার নিম্নে হুবহু উদ্ধৃত করা হলো:

S.151. Saving of inherent powers of Court.- Nothing in this Code shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent power of the Court to make such orders as may be necessary for the ends of justice or to prevent abuse of the process of the Court.

Scope and application.- The section does not provide for anything new and merely furnishes the legislative recognition of age old and well-established principle that every court has inherent power to act ex debito justitiae to do that real and substantial justice for the administration of which alone it exist or to prevent abuse of the process of the court.

The court can exercise the power either on application by a party or suo motu. The power is to be exercised only when the court finds it necessary to prevent abuse of the process of the court or to secure the end of justice.

Order XLVII

REVIEW

R.1 Application for review of judgment. (1) Any person considering himself aggrieved-

(a) by a decree or order from which an appeal is allowed, but from which no appeal has been preferred,

(b) by a decree or order from which no appeal is allowed, or

(c) by a decision or a reference from a Court of Small Causes,

and who, from the discovery of new and important matter or evidence which, after the exercise of due diligence, was not within his knowledge or could not be produced by him at the time when the decree was passed or order made, or on account of some mistake or error apparent on the face of the record, or for any other sufficient reason, desires to obtain a review of the decree passed or order made against him, may apply for a review of judgment to the Court which passed the decree or made the order.

(2) A party who is not appealing from a decree or order may apply for a review of judgment notwithstanding the pendency of an appeal by some other parties except where the ground of such appeal is common to the applicant and the appellant, or when, being respondent, he can present to the Appellate Court the case on which he applies for a review.

Scope of review: A review is not a appeal in disguise. A review of a judgment is a serious step and reluctant resort to it is proper only where glaring omission or patent mistake or like grave error has crept in earlier by judicial fallibility. It is not because a conclusion is wrong but because something obvious has been overlooked, some important aspect of the matter has not been considered that a review petition will lie.

The principles of natural justice are applied to administrative process to ensure procedural fairness and to free it from arbitrariness. One of the principles is that a man cannot be condemned unheard (audi alteram partem). These principles are classified into two categories-

i) A man cannot be condemned unheard (audi alteram partem)
ii) A man cannot be the judge in his own case (nemo debet esse judex in propria causa). The contents of these prinnciples vary with the varying circumstances and it “cannot be prtrified or fitted into rigid moulds. They are flexible and turn on the facts and circumstances of each case”

The duty of the review court is to confine itself to the question whether the authority (i) has exceeded its powers; (ii) committed an error of law; (iii) failed to consider all relevant factors or taken into consideration irrelevant factors, (iv) failed to observe the statutory procedural requirements and the common law principles of natural justice or procedural fairness; (v)

reached a decision which no reasonable authority would have been reached, or (vi) abused its powers.

১নং প্রতিপক্ষের আপিল দরখাস্ত পরীক্ষা করে দেখা যাচ্ছে যে, "পত্রিকার ডিক্লারেশন বাতিলের জন্য গত ১৮/০৭/২০১৭ তারিখে জেলা প্রশাসক বরাবর দুইজন ব্যক্তি যথা ইফতেখারুল অনুপম, জেলা প্রতিনিধি বাসস, দৈনিক জনকণ্ঠ ও চ্যানেল টুয়েন্টিফোর এবং টাঙ্গাইল প্রেস ক্লাবের দপ্তর ও লাইব্রেরি সম্পাদক আরিফ উর রহমান টগর আবেদন করেন।" কিন্তু আপিল দরখাস্তটিতে উপরোক্ত দুইজনকে পক্ষ করেন নাই। তিনি তাদের অনুপস্থিতিতে রায় পেয়েছেন। একারণে রায় আইনসিদ্ধ হয় নাই। এখানে প্রিন্সিপাল অব ন্যাচারেল জাস্টিস প্রযোজ্য।

The principles of natural justice are applied to administrative process to ensure procedural fairness and to free it from arbitrariness. One of the principles is that a man cannot be condemned unheard (audi alteram partem).

উপরে উল্লেখিত নীতির আলোকে যেহেতু তাদেরকে ১নং প্রতিপক্ষ জেনে শুনে আপিলে পক্ষ করে নাই এবং যেহেতু তাদের অনুপস্থিতিতে আপিল শুনানি করা হয়েছে, তাই ইফতেখারুল অনুপম এর রিভিউ দরখাস্ত আইন সম্মত বিধায় তাঁর উপস্থিতিতে শুনানি গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়।

এখন দেখা যাক আপিল বোর্ড কেন কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিবেচনায় না নিয়ে রায় প্রদান করেছে, সেই বিষয়টি এখন বিবেচনা করা দরকার। তাই আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বার্থে আপিলের অংশবিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো:

"পুলিশ সুপার কর্তৃক ১ম রিপোর্ট এবং প্রেস অ্যাপিলেট বোর্ডের নির্দেশক্রমে পরিচালিত ২য় রিপোর্ট বিবেচনা করে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পত্রিকার ঘোষণা ও প্রকাশনা বাতিল করে যে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন তা আইনানুগভাবে সঠিক এবং এ সিদ্ধান্তের প্রতি দ্বিমত পোষণ করার কোনো সুযোগ নেই। আপিলকারী আপিল চলাকালে দুটি এফিডেভিট দাখিল করেছেন। এফিডেভিটগুলি পরীক্ষা করে দেখা যাচ্ছে যে, আপিলকারী ঘোষণা করেছেন যে পত্রিকাটির কোনো সংখ্যায় সরকার বা রাষ্ট্রবিরোধী বা আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হতে পারে বা আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখার বাঁধা সৃষ্টি হতে পারে এমন কোনো সংবাদ দৈনিক প্রগতির আলো পত্রিকায় প্রকাশ করবে না এবং প্রেস কাউন্সিল কর্তৃক প্রণীত আচরণবিধি অনুসরণ করবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছে। এফিডেভিট-এ আরও ঘোষণা করেছে যে, ১৯৭৩ সালের ছাপাখানা ও প্রকাশনা আইনের সকল বিধিনিষেধ মেনে চলবেন।"

দেখা যাচ্ছে অ্যাপিলেট বোর্ড জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এর সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করেছেন এবং প্রকাশনা বাতিল আদেশ সঠিক কিন্তু পরবর্তী আলোচনায় ১নং প্রতিপক্ষের এফিডেভিট এর উপর গুরুত্ব দিয়েছেন এবং এফিডেভিট এর স্টেটমেন্ট বিশ্বাস করেছেন। এই সিদ্ধান্ত তাই আইনানুগ হয় নাই। ব্যক্তিগত এফিডেফিটের উপর গুরুত্ব দিয়েছে তদন্ত রিপোর্ট পাশ কাটিয়ে। তাই, রায়টি Relevant material বাদ দিয়ে ব্যক্তিগত statement এর উপর গুরুত্ব দিয়ে রায় দিয়েছে। তাই এই রায় রক্ষণীয় নয়।

মাননীয় সংসদ সদস্যের প্রত্যয়ন পত্র, দুইটি পত্রিকা, রিভিউকারীর রিভিউ পিটিশন এবং ১নং প্রতিপক্ষের জবাব এবং তার দাখিলকৃত এফিডেভিটগুলি পরীক্ষা এবং বিশ্লেষণ করা হলো। এছাড়া অ্যাপিলেট বোর্ডের রায়টি পুঙ্খানুপুঙ্খানুভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে। রিভিউকারীর আইনজীবীর বক্তব্য, প্রতিপক্ষের বক্তব্য বিবেচনা করা হয়েছে।

We find that the Board Sharply deviated from their own findings and relied upon the personal statement and passed the order which clearly indicates that the Board failed to arrive at legal conclusion but passed the order taking into consideration of irrelevant factor and thereby the Board abused its power and such failure led the Board to commit breach of natural justice, thereby, the order passed in Appellate Board requires to be reviewed to secure ends of justice. The order passed by the Appellate Board is thus quashed.

We have found further that the Appellate Board proceeded on erroneous view of the law and also ignored a material fact. Further, we find a certificate has been issued by the Hon'ble local M.P

stating that the opposite party no. 1 and his entire family had engaged themselves to destabilize the National integrity having connivance with Jamet-e Islam party. He further stated:

"তারা বর্তমান সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী কর্মকাণ্ডে সর্বদা লিপ্ত। এই অশুভ শক্তিকে সমাজের সকল স্তরে বয়কট করা প্রয়োজন।"

and this certificate cannot be disbelieved. We find substance in the submissions of the learned Advocate appearing for the Review petitioner. Thus the review petition is maintainable.

মাননীয় সংসদ সদস্যের প্রত্যয়নপত্র, দুইটি পত্রিকা রিভিউ পিটিশনকারীর রিভিউ পিটিশন এবং ১নং প্রতিপক্ষের জবাব এবং তার দাখিলকৃত এফিডেভিটগুলি পরীক্ষা এবং বিশ্লেষণ করা হলো। এছাড়া অ্যাপিলেট বোর্ডের রায়টি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করা হলো। রিভিউকারীর আইনজীবীর বক্তব্য, ১নং এবং ২নং প্রতিপক্ষের বক্তব্য বিবেচনায় নেওয়া হলো। রিভিউ পিটিশনটি নিষ্পত্তি করতে পক্ষগণের দাখিলকৃত সকল তথ্য উপাত্ত বিবেচনা করা হলো। সংশ্লিষ্ট আইনগুলিও বিবেচনা করা হয়েছে।

পক্ষগণের দাখিলকৃত কাগজপত্র এবং তাঁদের যুক্তি-তর্ক এবং সংশ্লিষ্ট আইন কানুন বিশ্লেষণ করে এবং বোর্ডের বিজ্ঞ সদস্যদের সাথে আলোচনা করে এ সিদ্ধান্তে পৌছেছে যে, ১নং প্রতিপক্ষ তাঁর জানা সত্ত্বেও তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে বর্তমান রিভিউ পিটিশনকারীকে এবং আরিফুর রহমান টগরকে আপিল দরখাস্তে পক্ষ করে নাই এবং তাদের অনুপস্থিতিতে রায় নিয়েছে।

প্রয়োজনীয় পক্ষকে শুনানির সুযোগ না দিয়ে যে রায় প্রদান করা হয়েছে সেই রায় আইনত রক্ষণীয় নয় বিধায় অ্যাপিলেট বোর্ড কর্তৃক ঘোষণাকৃত রায় তারিখ: ১০/০১/২০১৯খ্রি. ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার স্বার্থে রিভিউ করে তা বাতিল করা হলো। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, টাঙ্গাইল এর 'দৈনিক প্রগতির আলো' পত্রিকার প্রকাশনা (ডিক্লারেশন) বাতিল আদেশ, তারিখ: ১২/৪/২০১৮খ্রি. বহাল করা হলো। ফলত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ১নং প্রতিপক্ষের প্রকাশিত 'দৈনিক প্রগতির আলো' পত্রিকার ডিক্লারেশন বাতিল করার ফলে ভবিষ্যতে এ পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ থাকবে।

রায়ের কপি রিভিউকারী, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, টাঙ্গাইল এবং ১নং প্রতিপক্ষকে প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-

বিচারপতি মোহাম্মদ মমতাজ উদ্দিন আহমেদ
চেয়ারম্যান

আমি একমত,

স্বাক্ষরিত/-

জনাব মোজাফফ্‌র হোসেন পল্টু
সদস্য
প্রেস অ্যাপিলেট বোর্ড।

আমি একমত,

স্বাক্ষরিত/-

বেগম জাহানারা পারভীন (অতিরিক্ত সচিব)
তথ্য মন্ত্রণালয়
ও
সদস্য, প্রেস অ্যাপিলেট বোর্ড।